দরূদ পাঠের মজা

মাহমুদ বিন নূর

রাইয়ান প্রকাশন

লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমত ও তাওফিকে "দরূদ পাঠের মজা" বইটির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

দরূদের সাথে আমরা কমবেশি সবাই পরিচিত। আল্লাহর নির্দেশ, নবীজি ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা, আর জীবনের নানা প্রয়োজনে বরকত পাওয়ার আশায় আমরা দরূদ পাঠ করি। সেই অর্থে দরূদ আমাদের এক নীরব ও উপকারী সঙ্গী।

আমি ব্যক্তিগতভাবে ভালোবাসা থেকেই দরূদ পড়তাম। যখনই কোনো সমস্যায় পড়েছি, দরূদ পড়ে আল্লাহর কাছে সমাধান চেয়েছি। যখনই কোনো কিছু প্রত্যাশা করেছি, দরূদের আশ্রয় নিয়েছি। এমনকি, দোয়াও করেছি দরূদের সাথে। আর দেখেছি, দরূদের বরকতে অনেক জটিলতাও সহজ হয়েছে। অনেক অপ্রত্যাশিত কল্যাণ সামনে এসেছে। এছাড়া, বহু দোয়াও কবুল হয়েছে।

আমার জীবনে দরূদের অনেক সুফল পেয়েছি। এই সুফল এতটাই গভীর যে, দরূদ এখন আমার জীবন ধারণের অংশ। প্রতিটা সময়, প্রতিটা মুহূর্তে দরূদ পাঠ করার চেষ্টা করি। কোনো কাজ শুরুর আগে, কোনো চাওয়ার আগে, কোনো দোয়ার আগে-পরে দরূদ পড়ি। আর ফলাফল? সত্যিই অবাক করার মতো।

ছাত্রজীবনে পড়া মনে রাখা ও ভালো ফলাফলের জন্য দরূদ পড়েছি। উপকারও পেয়েছি। কর্মজীবনে, লেখালেখিতে; এমনকি ব্যবসায়িক কাজেও এর বরকত অনুভব করেছি। যখনই লিখতে বসেছি, দরূদ পড়ে শুরু করেছি। এতে লেখায় এক ধরনের সহজতা ও বরকত পেয়েছি।

যাইহোক, উপরের কথাগুলো হয়তো কারও কারও কাছে অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে। কিন্তু আমি কেবল নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলছি।

তবে হ্যাঁ, দরূদ শুধু দোয়া কবুলের মাধ্যম নয়; এটি অন্তরের প্রশান্তিরও উৎস। দরূদ পড়লে মনে হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক অদৃশ্য সম্পর্ক গড়ে উঠছে। মনে হয়, তিনি খুব কাছেই আছেন, আমার কথা শুনছেন।

দরূদ পাঠে অনেক উপকার পেয়েছি। নিজে উপকৃত হয়েছি, অন্যকেও উপকৃত হতে দেখেছি। একসময় মনে হলো, এত সুন্দর ও উপকারী একটি আমল শুধু

আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। এটি তো সবার জন্য—প্রতিটি মুসলমানের জন্য। তখনই ভাবলাম, এই অনুভূতি, এই অভিজ্ঞতা, এই ফজিলত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। আর সেখান থেকেই এই বই লেখার স্বপ্ন বুনা।

এই বইটা আপনি দুরুদ পাঠের গাইডেন্স হিসেবে নিতে পারেন। এই বইয়ে পাবেন—কুরআন-হাদিসের আলোকে দরূদের মর্যাদা। পাবেন দরূদের অজানা ফজিলত, জীবন বদলে দেওয়া বাস্তব কিছু ঘটনা, দরূদ পাঠের সঠিক পদ্ধতি, বিভিন্ন দরূদ ও তার ব্যবহারিক দিক, এবং নিয়মিত আমলের কিছু সহজ পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনা।

এই বই লেখার প্রতিটি মুহূর্তই আমার জন্য বিশেষ ছিল। প্রতিটি অধ্যায় আমাকে নতুন কিছু শিখিয়েছে। নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। নানান সময় আমার চোখে অশ্রুও ঝরিয়েছে। যখনই নবীজির সংগ্রামী জীবনের কথা মনে পড়েছে, তখনই অশ্রুসিক্ত নয়নের জলধারা দেখেছি।

যাইহোক, সবার আগে আল্লাহ তাআলার প্রতি অশেষ শুকরিয়া, যিনি এই কাজের তাওফিক দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি অগণিত দরূদ ও সালাম—যাঁর ভালোবাসা এই বইয়ের প্রেরণা, যাঁর শাফাআতের আশায় এই প্রচেষ্টা।

জীবনে অনেক কিছু জানবেন। অনেক বই পড়বেন, অনেক আমলের কথা জানবেন; কিন্তু দরূদের মতো এত সহজ, এত সুন্দর, এত ফলপ্রসূ আমল খুব কমই পাবেন। মনে রাখবেন এই দরূদ হৃদয়ের সংযোগ, রহমতের চাবি, সফলতার পথও।

তাই, দরূদ পাঠে কখনও কৃপণতা করবেন না। দরূদকে নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে নিন। প্রতিদিন, প্রতিটা মুহূর্তে, মহব্বত এবং পরিপূর্ণ মনোনিবেশ রেখে দরূদ পাঠ করুন। এমনভাবে পাঠ করুন, যেন রাসূলের সাথে আপনার এক অদৃশ্য সম্পর্ক তৈরি হয়। এমন সম্পর্ক, যেই সম্পর্কের বন্ধন আপনাকে আখেরাতেও মুক্তি প্রদান করবে।

পরিশেষে একটা কথাই, আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে এবং আপনাকে কবুল করেন। যেন এই বই এবং বইয়ের খিদমতকে কবুল করেন। পাশাপাশি, আপনাকে ও আমাকে বেশি বেশি দরূদের উপর আমল করার তাওফিক দান করেন।

আপনার ভাই—
মাহমুদ বিন নূর

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

সুরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৬

সূচিপত্র

লেখকের কথা ৫
দরূদ ও দরূদের পরিচয় ১১
দরূদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ১৫
সাহাবারা কখন-কীভাবে দরূদ পাঠ করতেন? ১৮
বিভিন্ন যুগে দরূদের চর্চা ১৯
আল্লাহর দরূদ, ফেরেশতাদের দরূদ ও আমাদের দরূদ ২১
কুরআন ও হাদিসে দরূদ..... ২৭
দরূদ: গুনাহ মাফের মাধ্যম ৩৫
দরূদ পাঠ: দুশ্চিন্তা দূর করে ৩৯
দরূদ: শরীর ও মনের ওষুধ..... ৪৪
দরূদ নবীজির কাছে পৌঁছায় এবং তিঁনি তার জবাব দেন..... ৪৯
ফেরেশতাদের মাধ্যমে দরূদ পৌঁছানো ৪৯
দরূদের অদৃশ্য জগৎ ও ফেরেশতাদের কাজ ৫০
দরূদের পুরো যাত্রা..... ৫৩
রাসূলুল্লাহ ﷺ সরাসরি জবাব দেন.....৫৫
প্রতিটি সালামের জবাব দেওয়া হয় ৫৮
নবীদের দেহ মাটিতে বিলীন হয় না ৫৯
দরূদ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমাদের সম্পর্ক ৬২
রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দেখতে চেয়েছিলেন ৬২
আমরা রাসূল ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয়.....৬৫
দরূদ: রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাতের মাধ্যম.....৭০
দরূদ: নবীজির প্রতি ভালোবাসার ভাষা ৭৩

রাসূল ﷺ-কে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসা ঈমানের শর্ত ৭৩
ভালোবাসা প্রকাশের অন্যান্য মাধ্যম..... ৭৭
দরূদ: নবীজির সাহচর্য ও শাফায়াত..... ৮০
দরূদ এবং শাফায়াতের সম্পর্ক ৮৩
মাকামে মাহমুদ: রাসুলুল্লাহর ﷺ বিশেষ মর্যাদা..... ৮৫
দরূদ: বান্দা ও রবের অন্তরঙ্গ সংলাপ.....৮৭
দরূদ পাঠ: আল্লাহকে সরাসরি সম্বোধন ৮৮
আল্লাহ আমাদের দরূদ শোনেন ৮৯
আল্লাহ আপনাকে ভুলে যাননি.....৯০
দরূদ: সবসময় গৃহীত একটি দোয়া..... ৯১
দরূদের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য..... ৯২
দরূদ: আল্লাহর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ.....৯৪
দরূদ: আল্লাহর প্রিয় একটি জিকির ৯৪
দরূদ: আল্লাহর কাছে বিশেষ মর্যাদা.....৯৫
দরূদ: কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ৯৭
রাসূল ﷺ আমাদের জন্য কী করেছেন?.....৯৮
বিশেষ দোয়া: শুধু আমাদের জন্য!.....১০৩
দরূদ: দোয়া কবুলের মাধ্যম ১০৭
দরূদ শরিফ ও দোয়ার গুরুত্ব..... ১১০
কেন দরূদ দোয়া কবুলে সাহায্য করে? ১১৫
দরূদের নূর: আধ্যাত্মিক আলোকসজ্জা ১১৯
কুরআন ও হাদিসে 'নূর' এর ধারণা ১১৯
হৃদয়ে নূরের লক্ষণ.....১২১
দরূদ: শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনে বরকত ১২৬
হৃদয়ের পবিত্রতা এবং জ্ঞান ধারণ ১২৯
পরীক্ষার আগে দরূদ পাঠ.....১৩০

কাজে সফলতা: দরূদের আশ্চর্য প্রভাব.....১৩৩
ব্যবসায় বরকত.....১৩৫
সন্তান লালন-পালনে দরূদের ভূমিকা ১৩৮
বয়স অনুযায়ী পদ্ধতি.....১৪০
দরূদ: সম্পর্কের চাবিকাঠি ১৪৩
জুমআর দিন: দরূদের বিশেষ মৌসুম.....১৪৮
জুমআর দিন: সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন.....১৪৮
জুমআর দিনে বেশি দরূদ পাঠের গুরুত্বের কারণ.....১৫০
জুমআর দিনে কতবার দরূদ পাঠ করা উচিত? ১৫২
জুমআর দিনে কখন দরূদ পাঠ করবেন? ১৫৩
দরূদ পাঠে নিয়মিত থাকার উপায়.....১৫৫
নিয়মিততার গুরুত্ব.....১৫৫
বাধা এবং সমাধান.....১৫৭
দরূদ পাঠের আদব ও ভুলের সংশোধন.....১৬৪
দরূদের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আদব.....১৬৮
দরূদ না পড়ার ভয়াবহ পরিণাম ১৭০
দরূদ শরিফ লিখলে যে সওয়াব ১৭৫
কখন ও কোথায় কোথায় দরূদ পাঠ করা উচিত.....১৮০

দরূদ ও দরূদের পরিচয়

দরূদ—আমাদের কাছে বহুলপরিচিত একটি শব্দ। শৈশব থেকেই প্রত্যেক মুসলমান এই দরূদের সাথে পরিচিত। প্রতিদিন আমরা দরূদ পাঠ করি। বিভিন্ন সময় 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলি। নামাজে বলি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম শুনলে বলি, দোয়া করার আগেও বলি। কিন্তু, দরূদের সাথে আমরা পরিচিত হলেও, অনেকেই এর আসল অর্থটা জানি না। জানি না, দরূদ শব্দটার আসল মানে কী।

বইয়ের ভেতরে প্রবেশ করার আগে, প্রথমেই আমরা জেনে নেব, দরূদ কী ও দরূদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় কী।

❖ দরূদ শব্দের উৎপত্তি

'দরূদ' শব্দটি ফার্সি। অনেকেই দরূদ শব্দটাকে আরবি ভাবতে পারেন। তবে এটি আরবি নয়, ফার্সি। আর ফার্সি ভাষায় 'দরূদ' মানে হলো—সালাম, শান্তি কিংবা দোয়া। তবে আরবিতে এর প্রকৃত শব্দ হলো—'সালাত' (صَلَاة) এবং 'সালাম' (سَلَام)।

আমরা যখন বলি—'আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মাদ'—এখানে 'সল্লি' শব্দটিই 'সালাত' থেকে এসেছে। কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসে, 'সালাত' তো নামাজকেও বলা হয়। তাহলে দরূদের ক্ষেত্রে 'সালাত' কেন ব্যবহার করা হয়?

আসলে, 'সালাত' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। আরবি ভাষায় 'সালাত' (صَلَاة) শব্দটির মূল অর্থ হলো—দোয়া করা, রহমত চাওয়া, প্রশংসা করা এবং সম্মান প্রকাশ করা।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ লিখেছেন—সালাত শব্দটি ব্যবহারের দিক থেকে এর অর্থে পরিবর্তন আনে। যেমন:

• আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত মানে: রহমত, বরকত এবং সম্মান।

• ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সালাত মানে: দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা।

• মানুষের পক্ষ থেকে সালাত মানে: দোয়া, প্রশংসা ও সম্মান প্রকাশ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ ﷻ যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর 'সালাত' পাঠ করেন, তখন এর অর্থ দাঁড়ায়—তিনি তাঁকে রহমত ও সম্মান দান করছেন। ফেরেশতারা যখন সালাত পাঠ করেন, তখন তাঁরা তাঁর জন্য দোয়া করেন। আর আমরা যখন সালাত (দরূদ) পাঠ করি, তখন আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রহমত, সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা দান করেন।

❖ 'সালাম' শব্দের অর্থ

'সালাম' (سَلَام) শব্দের অর্থ হলো—শান্তি, নিরাপত্তা, কল্যাণ কামনা করা ইত্যাদি।

আমরা দরূদ পাঠে যখন বলি: 'ওয়া সাল্লিম' অর্থাৎ 'এবং সালাম প্রেরণ করুন', তখন আমরা বলছি—'হে আল্লাহ, আপনি আপনার রাসূলের উপর শান্তি, নিরাপত্তা ও সকল প্রকার কল্যাণ বর্ষণ করুন।' যেমন তাশাহহুদে এসেছে :

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُاللهِ وَبَرَكَاتُهُ

> "হে নবী, আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।"

অর্থাৎ, আমরা আল্লাহর কাছে আবেদন করছি, যেন তিনি তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ-কে আরও বেশি মর্যাদা দান করেন; তাঁকে আরও বেশি সম্মানিত করেন এবং তাঁর উপর অত্যাধিক শান্তি বর্ষণ করেন।

একটি প্রশ্ন আসতে পারে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো ইতিমধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বোচ্চ সম্মানিত। তিনি তো জান্নাতে। তাহলে আমরা কেন তাঁর জন্য দোয়া করব?

এই প্রশ্নের উত্তর ইমাম নববি ﵀ তাঁর *শরহু সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—"দরূদ পাঠ করা মানে এই নয়—রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো ঘাটতি আছে।

অর্থাৎ, নবীজির কোনো ঘাটতির জন্য আমরা দরূদ পাঠ করছি না। আমাদের দরূদ পাঠ করার মানে হলো:

- আল্লাহর নির্দেশ পালন করা।
- নবীজির প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করা।
- আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদা আরও বৃদ্ধির দোয়া করা।
- আমাদের নিজেদের জন্য সওয়াব ও বরকত লাভ করা।"[১]

আরেকটু ব্যাখ্যা করি, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। মনে করুন, আপনার পিতা-মাতা জীবিত আছেন। তাঁরা সুস্থ আছেন। তবুও আপনি তাঁদের জন্য দোয়া করেন—'হে আল্লাহ, আপনি তাঁদের হায়াত বৃদ্ধি করুন। তাদের সুস্থতা দিন। তাদের জান্নাত নসিব করুন ইত্যাদি।' এই যে এইভাবে তাদের জন্য দোয়া করেন, এটি কি তাঁদের অসম্মান, বা এইটা কি তাদের কোনো ঘাটতির কারণে? না, এটি অসম্মান নয়; বরং এটি আপনার ভালোবাসার প্রকাশ। ঠিক তেমনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য দরূদ পড়াও আমাদের ভালোবাসার প্রমাণ।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কৃতজ্ঞতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের জন্য তাঁর পুরো জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি আল্লাহর বাণী আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর কষ্ট, তাঁর ত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা ইসলাম পেয়েছি।

সুতরাং, যেই নবী ﷺ আমাদের জান্নাতের পথ দেখিয়ে গেছেন, আমাদের জন্য কেঁদেছেন, আমাদের জন্য সুপারিশ করার অপেক্ষায় আছেন—আমরা কি সেই নবীজির কৃতজ্ঞতা আদায় করব না? যদি কৃতজ্ঞতা আদায় করি, তবে কীভাবে করব? নবীজির প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায়ের সবচেয়ে উত্তম উপায় হলো—তাঁর উপর দরূদ পাঠ করা। (কৃতজ্ঞতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে, ইনশাআল্লাহ)

---

১. শরহু সহিহ মুসলিম, ইমাম নববি রহ.

আমরা দরূদের পরিচয় পেলাম, এবার জানব দরূদ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ, আমরা কেন দরূদ পাঠ করব।

১. প্রথমত এটি আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ ﷻ আমাদের দরূদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন, এজন্য আমরা দরূদ পাঠ করব। আল্লাহ ﷻ যে বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তা কখনও গুরুত্বহীন হতে পারে না।

২. দরূদ নবীজির প্রতি আমাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। নবীজিকে আমাদের ভালোবাসতে হবে। হাদিসে এসেছে, কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সবকিছু থেকে তার প্রিয় নবীকে বেশি মহব্বত করবে। আর দরূদ, নবীজির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের অন্যতম উপায়।

৩. দরূদ পাঠে আমাদের উপর রহমত বর্ষণ হয়, আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, আমাদের গুনাহও মাফ হয়। এ ছাড়া আমাদের নেকীর পাল্লাও এই দরূদের মাধ্যমে ভারী হতে থাকে।

৪. মুমিনের জন্য জান্নাত যাওয়ার অন্যতম সহযোগী হচ্ছে নবীজির শাফায়াত। আর দরূদ পাঠে নবীজির শাফায়াত মিলবে। আর শাফায়াত মিললে সহজেই জান্নাত মিলবে। সেই হিসেবে, দরূদকে জান্নাতের চাবিও বলা যায়।

মোটকথা, দরূদ পাঠের নির্দেশ তো আমরা পেয়েছি। এর পাশাপাশি অনেক ফাজায়েলও আছে। এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে, ইনশাআল্লাহ।

❖ তিন শ্রেণির দরূদে আমাদের অবস্থান

আল্লাহ ﷻ দরূদ পাঠ করেন—এটি তাঁর মহান অনুগ্রহ। ফেরেশতারা দরূদ পাঠ করেন—এটি তাঁদের ইবাদত। আমরা দরূদ পাঠ করি—এটি আমাদের সৌভাগ্য। চিন্তা করুন, আল্লাহ ও ফেরেশতারা যে কাজ করছেন, সেই একই কাজে আমরাও অংশীদার হচ্ছি! এর চেয়ে বড় সম্মান আর কী হতে পারে?

ইমাম কুরতুবি ﵀ তাঁর তাফসিরে লিখেছেন—"এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ মুমিনদেরকে এমন একটি কাজে নিয়োজিত করেছেন, যা তিনি নিজে এবং তাঁর ফেরেশতারা করেন। এটি মুমিনদের জন্য এক মহাসম্মান।"[১]

একটু ভেবে দেখুন তো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, যিনি সমগ্র জগতের স্রষ্টা, যাঁর কাছে আমরা সবাই অতি তুচ্ছ—তিনি একটা কাজ করছেন; আর আমরা, দুর্বল মানুষ, গুনাহগার বান্দা, আমরাও সেই একই কাজ করছি! কী অসাধারণ মর্যাদা, কী অবিশ্বাস্য সম্মান, তাই না?

হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—"যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন, দশটি গুনাহ মাফ করবেন, দশ ধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।"[২]

অর্থাৎ, আমরা যখন দরূদ পাঠ করি, তখন আল্লাহ আমাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন। আমাদের গুনাহ মাফ হয়। আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এভাবে আল্লাহ, ফেরেশতা এবং আমরা—সবাই মিলে রাসূলুল্লাহর সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা করি।

লক্ষ করুন, এই হাদিসে তিনটি আলাদা পুরস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, দশবার রহমত—এর মানে আল্লাহ দশ গুণ পরিমাণ কল্যাণ, বরকত এবং অনুগ্রহ দান করবেন। দ্বিতীয়ত, দশটি গুনাহ মাফ—এর মানে অতীতের ছোট গুনাহগুলো মুছে যাবে। তৃতীয়ত, দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি—এর মানে জান্নাতে তার স্থান উঁচু হবে, আল্লাহর কাছে তার সম্মান বাড়বে।

এবার আসুন, একটু গাণিতিক হিসাব করি। ধরুন আপনি প্রতিদিন ১০০ বার দরূদ পাঠ করেন। এতে সময় কতক্ষণ লাগবে? মাত্র দশ মিনিট। হয়তো আরও কম। এই দশ মিনিটে আপনি কী পাচ্ছেন, দেখুন:

---

১. তাফসির আল-কুরতুবি

২. সুনানে নাসায়ি, হাদিস নং: ১২৯৭

এক দিনে:

১০০ দরূদ × ১০ = ১,০০০টি রহমত

১০০ দরূদ × ১০ = ১,০০০টি গুনাহ মাফ

১০০ দরূদ × ১০ = ১,০০০টি মর্যাদা বৃদ্ধি

এক মাসে:

৩০,০০০টি রহমত

৩০,০০০টি গুনাহ মাফ

৩০,০০০টি মর্যাদা বৃদ্ধি

এক বছরে:

৩,৬৫,০০০টি রহমত

৩,৬৫,০০০টি গুনাহ মাফ

৩,৬৫,০০০টি মর্যাদা বৃদ্ধি

সুবহানাল্লাহ! মাত্র দশ মিনিট বিনিয়োগ করে বছর শেষে এত বিশাল পুরস্কার! এর চেয়ে লাভজনক বিনিয়োগ আর কী হতে পারে? দুনিয়ার কোনো ব্যবসায় কি এত লাভ আছে? একটা টাকা খরচ করলে দশটা টাকা ফেরত পাওয়া—এটাই তো সবচেয়ে ভালো ব্যবসা! আর এখানে একবার দরূদ পড়ে দশ গুণ সওয়াব পাওয়া—এর চেয়ে লাভজনক আর কী হতে পারে?

আর এই হিসাবটা তো শুধু দশ মিনিটের। আপনি যদি আরও বেশি সময় দেন, আরও বেশি দরূদ পড়েন, তাহলে লাভ আরও বেশি। কেউ হয়তো দিনে ৫০০ বার পড়েন, কেউ ১০০০ বার। তাদের লাভ তো আরও অনেক বেশি!

মনে রাখবেন, এই দুনিয়ার সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি, সম্পদ-সম্মান—সব রয়ে যাবে এখানে। কিন্তু এই দরূদের সওয়াব? এটা আপনার সাথে যাবে। কবরে যাবে, কিয়ামতে যাবে, জান্নাতে যাবে। এটাই আসল সম্পদ। এটাই চিরস্থায়ী লাভ।

আরেক বর্ণনায় দোয়ার কথা এসেছে। অর্থাৎ, উবাই ইবনে কা'ব (রা.) তার পুরো দোয়াতে নবীজির উপর দরূদ পড়ার বিষয়ে অনুমতি চেয়েছিলেন।

এই হাদিস ও হাদিসের ব্যাখ্যা থেকে আমরা কী শিখলাম? আমরা শিখলাম, যদি কেউ তার পুরো সময় দরূদ পাঠে ব্যয় করে, বা দোয়ার পুরো অংশে দরূদ রাখে, তাহলে আল্লাহ ﷻ তার সব চিন্তা দূর করে দেবেন। এর মানে এই নয় যে, আপনাকে নিজের জন্য দোয়া করা বন্ধ করতে হবে। এর মানে হলো, দরূদ পাঠ এত শক্তিশালী যে, এটি আপনার সব দোয়ার চেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হতে পারে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবার বলছেন 'তবে বেশি হলে আরও ভালো'। এর মানে তিনি চাচ্ছেন উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু যত বেশি সম্ভব দরূদ পাঠ করুক। কারণ তিনি জানেন, এতেই উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহুর কল্যাণ রয়েছে।

❖ দুশ্চিন্তা দূর হওয়ার কারণ: বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

১. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত হয়

দরূদ পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক মজবুত হয়। যখন আমরা দরূদ পাঠ করি, তখন আমরা আল্লাহর সাথে কথা বলি। দরূদের শব্দগুলো হলো—'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ'। অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ, মুহাম্মাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।' এটা একটা দোয়া। এবং দোয়া মানে আল্লাহর সাথে কথা বলা। আর আমরা জানি, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক যত মজবুত হয়, চিন্তা ঠিক ততটাই কমে আসে। কারণ, আল্লাহ আছেন, তিনি আমাদের দেখছেন এবং আমাদের সাহায্য করবেন—এই বিশ্বাসটাই মনে শান্তি আনবে। এ ছাড়া কুরআনে আল্লাহ ﷻ বলেছেন—

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ؕ

"জেনে রাখো, আল্লাহর জিকিরেই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"[১]

এই আয়াতে বলা হয়েছে, জিকিরে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। আর অন্তর তখনই প্রশান্তি লাভ করে, যখন হৃদয় থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়। এই আয়াতে

১. সূরা রা'দ, আয়াত: ২৮

যদিও জিকিরের কথা উল্লেখ আছে; সরাসরি দরূদ নয়, তবে জেনে রাখো, দরূদও একপ্রকার জিকির। কেননা, দরূদেও আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। সুতরাং দরূদ পাঠ যাবতীয় দুশ্চিন্তা দূর করতে যথেষ্ট।

২. মনোযোগ স্থানান্তরিত হয়

দুশ্চিন্তার সময় আমরা কী করি? আমরা শুধু সমস্যা নিয়ে ভাবি। বারবার ভাবি। ভাবতে ভাবতে সমস্যা আরও বড় হয়ে যায়। মনোবিজ্ঞানে এটাকে বলা হয় 'রুমিনেশন'—অর্থাৎ একই চিন্তা বারবার করা। কিন্তু যখন আমরা দরূদ পাঠ করি, মনোযোগ স্থানান্তরিত হয়। তখন আমরা আর সমস্যা নিয়ে ভাবি না। আমরা তখন ভাবি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা। ভাবি, আল্লাহর রহমতের কথা, ভাবি মাগফিরাতের কথা। ফলে, এতে মনের চাপ কমে আসে। দুশ্চিন্তাও কমে যায়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান এটাকে বলে 'ডিস্ট্রাকশন টেকনিক'। অর্থাৎ মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার কৌশল। আর এটি দুশ্চিন্তা কমাতে অত্যন্ত কার্যকর।

৩. আল্লাহর রহমত নাজিল হয়

হাদিসে এসেছে, একবার দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ দশবার রহমত পাঠান। এই হাদিসের আলোচনা ঘুরেফিরে প্রাসঙ্গিক হচ্ছেই, তাই আবারও উল্লেখ করলাম। রহমত মানে কী? রহমত মানে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। রহমত এলে মনে শান্তি আসে। হৃদয়ে প্রশান্তি আসে। সমস্যা সহজ হয়ে যায়। বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

কল্পনা করুন, আপনি একশত বার দরূদ পাঠ করলেন। আল্লাহ আপনার উপর এক হাজার বার রহমত পাঠালেন। এক হাজার বার আল্লাহর রহমত! হ্যাঁ, এক হাজার বার আল্লাহর রহমত। যখন আপনার কাছে আল্লাহর এত সংখ্যক রহমতে পৌঁছাবে, তখন কি আর আপনার দুশ্চিন্তা থাকবে?

৪. ফেরেশতারা দোয়া করেন

হাদিসে এসেছে, যখন আমরা দরূদ পাঠ করি, ফেরেশতারা তখন আমাদের জন্য দোয়া করতে থাকেন। আর আমরা জানি, ফেরেশতাদের দোয়া নিশ্চিতভাবেই কবুল হয়। কেননা, তাঁরা নিষ্পাপ, তাঁরা আল্লাহর প্রিয়। তাঁদের দোয়া আল্লাহ

কবুল করেন। তো, দরূদ পাঠের জন্য যখন আল্লাহর রহমতের ফেরেশতারা আমাদের জন্য দোয়া করেন, তখন সেই দোয়া কি কবুল হয় না? আর দোয়া কবুল হলে কি আমাদের দুশ্চিন্তা থাকতে পারে?

তারা কি আল্লাহর কাছে আর্জি করে বলবে না—'হে আল্লাহ, তোমার এই বান্দা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তাকে রক্ষা করো, তার দুশ্চিন্তা দূর করে দাও, তাকে মানসিক শান্তি দাও।' এই আর্জি কি করবে না তারা? তারা কি দেখছে না আপনি কী হালতে আছেন? তারা কি দেখছে না আপনি প্রতিনিয়ত নবীজির শানে দরূদ পাঠ করছেন? হ্যাঁ, তারা দেখছে। তারা জানছে। এবং নিজেরাই এই দরূদ বহন করে নবীজির রওজায় পৌঁছে দিচ্ছে। তো, তারা তো প্রত্যক্ষদর্শী। প্রত্যক্ষদর্শীরা যখন দোয়া করবে, তখন এই দোয়া কবুল হবেই।

৫. ইতিবাচক চিন্তা তৈরি হয়

দরূদ পাঠ হলো এক ধরনের ইতিবাচক কাজ। দরূদ পাঠ আপনার মনে ইতিবাচক চিন্তা তৈরি করবে। আপনি যে ভাবেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসছি, নেক কাজ করছি; এতে আল্লাহ আমার প্রতি খুশি।' এই ইতিবাচক চিন্তা কি আপনার দুশ্চিন্তা কমাবে না?

মনোবিজ্ঞানে একটি তত্ত্ব আছে—'Cognitive Behavioral Therapy (CBT)'। এই থেরাপির মূল কথা হলো—ইতিবাচক চিন্তা করলে নেতিবাচক অনুভূতি কমে। মানে, আপনি ভালো কিছু চিন্তা করলে খারাপ চিন্তা দূর হয়ে যাবে। এবং দরূদ পাঠ ঠিক এই কাজটাই করে। আপনি যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় দরূদ পাঠ করবেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই আপনার দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে। কেননা, দরূদ পাঠও একটি ইতিবাচক চিন্তা ও কাজ।

আমি একজন মা-কে চিনি। তাঁর ছেলে গুরুতর অসুস্থ ছিল। মা সন্তানের কথা চিন্তা করে রাত-দিন দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে পার করতেন। ঠিকমতো ঘুম হতো না। খাওয়া হতো না। শুধুই কাঁদতেন। একদিন তাঁর এক আলেমা বান্ধবী তাঁকে বললেন—'বোন, তুমি দুশ্চিন্তা করে কী পাবে? বরং, দরূদ পাঠ করো। প্রতিদিন অধিক হারে দরূদ পাঠ করো। দেখবে আল্লাহ তোমার চিন্তা দূর করে দেবেন।'

মা শুরু করলেন। প্রথম সপ্তাহে কোনো পরিবর্তন বুঝলেন না। কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে তিনি অনুভব করলেন, মন একটু শান্ত হচ্ছে। ঘুম হচ্ছে। খাওয়া হচ্ছে। এক মাস পর তাঁর ছেলের অবস্থা উন্নতি হতে শুরু করল। আলহামদুলিল্লাহ, আজ সেই

❖ দরূদ: রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাতের মাধ্যম

আমরা রাসূল ﷺ-এর সাথে দুনিয়ায় দেখা করতে পারব না, এটা নিয়ে কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই। কারণ এটা আল্লাহর ফায়সালা। কিন্তু আশার কথা হলো—আখিরাতে দেখা হবে! এবং কোথায় দেখা হবে? হাউজে কাউসারে। রাসূল ﷺ সেখানে অপেক্ষা করবেন। আমরা আসব। তিনি আমাদের চিনবেন। আমাদের হাউজের পানি পান করাবেন। এবং যারা বেশি দরূদ পাঠ করেছে, তারা তাঁর সবচেয়ে কাছে থাকবে। এরপর আবার জান্নাতেও দেখা হবে, যদি আপনি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত থাকেন।

আরেকটি কথা, দরূদকে মনে করুন হাউজে কাউসারের টিকিট হিসেবে। যত বেশি দরূদ পাঠ করবেন, তত বেশি 'পয়েন্ট' জমা হবে। এবং যার বেশি পয়েন্ট, সে রাসূল ﷺ-এর বেশি কাছে থাকবে। এত সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়েও কি আপনি দরূদ পাঠ করবেন না?

একবার একজন সাহাবী রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে কাঁদতে লাগলেন। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কেন কাঁদছ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি একটা কথা ভাবছি।

—কী ভাবছ?

—আমি ভাবছি, দুনিয়াতে আমি আপনার সাথে আছি। আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু আখিরাতে? আখিরাতে আপনি থাকবেন জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু স্থানে। আর আমি? আমি হয়তো জান্নাতে যেতে পারব (আল্লাহ চাহে তো), কিন্তু আমি তো আপনার মতো এত উঁচু মর্যাদায় যেতে পারব না। তাহলে আখিরাতে আমি আপনাকে দেখতে পারব না! এই চিন্তায় আমার কষ্ট হচ্ছে।

এই কথা শুনে আল্লাহ ﷻ আয়াত নাজিল করলেন:

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ؕ

"আর যেকেউ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা তাদের সাথে থাকবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন— নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণের সাথে। আর এরা কতই-না উত্তম সঙ্গী!"[১]

লক্ষ করুন, সাহাবী কাঁদছেন। কেন কাঁদছেন? কারণ তিনি ভাবছেন আখিরাতে হয়তো রাসূল ﷺ-কে দেখতে পারবেন না। এটাই তো ভালোবাসা! সত্যিকারের ভালোবাসা! আর আল্লাহ ﷻ তাঁকে সুসংবাদ দিলেন—না, তুমি তাঁর সাথেই থাকবে, যদি তুমি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো। তাহলে আমাদের জন্যও এই সুসংবাদ! আমরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করি, সুন্নত অনুসরণ করি, বেশি বেশি দরূদ পাঠ করি—তাহলে আখিরাতে আমরাও রাসূল ﷺ-এর সাথে থাকব!

এখন প্রশ্ন হলো, আপনি কি রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসেন? যদি উত্তর "হ্যাঁ" হয়, তাহলে এই ভালোবাসা প্রকাশ করুন। এবং সবচেয়ে সুন্দর উপায় হলো— বেশি বেশি দরূদ পাঠ করা। এই মুহূর্তে ১০ বার দরূদ পাঠ করুন:

١. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

٢. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

٣. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

٤. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

১. সূরা নিসা, আয়াত: ৬৯

দরূদ না পড়ার ভয়াবহ পরিণাম

এতক্ষণ আমরা দরূদ পড়ার ফজিলত শুনলাম। শুনলাম কত অসাধারণ সওয়াব, কত বড় পুরস্কার। কিন্তু এবার একটু উল্টো দিক থেকে ভাবুন। ভাবুন, দরূদ না পড়লে কী হবে? চিন্তা করুন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনেও দরূদ পড়ল না, তার পরিণতি কী হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর জানা খুবই জরুরি। কারণ কখনো কখনো শাস্তির ভয় আমাদের সতর্ক করে, সচেতন করে।

১. জান্নাতের পথ ভুলে যাওয়া

হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন। দরূদ না পড়ার শাস্তি হিসেবে জান্নাতের পথ ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটা হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠাতে ভুলে গেল, সে যেন জান্নাতের পথই ভুলে গেল।"[১]

এই কথাটার মানে একবার ভাবুন তো। জান্নাত—যেখানে আমরা সবাই যেতে চাই, যেখানে চিরকাল থাকতে চাই, যেখানে কোনো দুঃখ নেই, কোনো কষ্ট নেই, শুধু শান্তি আর সুখ—সেই জান্নাতের পথ ভুলে যাওয়া! এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কী হতে পারে?

আর এই ভয়াবহ পরিণতি কেন? শুধুমাত্র একটি কারণে—দরূদ পড়তে ভুলে যাওয়া। একটি ছোট্ট কাজ, যা করতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগে, যার জন্য কোনো অর্থ খরচ হয় না, কোনো শারীরিক পরিশ্রম লাগে না, শুধু জিহ্বা একটু নাড়লেই হয়—সেই কাজটি না করার কারণে জান্নাতের পথ হারিয়ে ফেলা! কত বড় অবহেলা, কত বড় গাফলতি!

মনে রাখবেন, এখানে "ভুলে যাওয়া" বলতে শুধু স্মরণে না থাকা বোঝায় না। বরং এর মানে হলো অবহেলা করা, গুরুত্ব না দেওয়া, ছেড়ে দেওয়া। যে ব্যক্তি

১. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং: ৯০৮

দরূদ শরিফ লিখলে যে সওয়াব

দরূদ শুধু মুখে পড়লেই সওয়াব হয়—এটা আমরা জানি। কিন্তু লিখলেও যে সওয়াব হয়, এটা আমরা কজন জানি? অথচ, এ বিষয়ে খুবই হৃদয়ছোঁয়া কিছু বর্ণনা রয়েছে। এগুলো জানলে হয়তো আমরা আর কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম লিখে "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" লিখতে কার্পণ্য করব না।

হযরত ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো লেখার মধ্যে আমার উপর দরূদ লেখে, যত দিন সেই লেখায় আমার নাম বিদ্যমান থাকবে, তত দিন তার জন্য সেই দরূদের সওয়াব অব্যাহতভাবে লিখিত হতে থাকবে।[১]

এই বর্ণনাটি মারফু, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হিসেবে এসেছে। তবে মুহাদ্দিসরা বলেছেন, একই অর্থের আরেকটি বর্ণনা ইমাম জাফর সাদিক রহিমাহুল্লাহর নিজের উক্তি হিসেবে বেশি শক্তিশালী সনদে এসেছে।

.....

ইমাম জাফর সাদিক রহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো লেখার মধ্যে রাসূলুল্লাহর উপর দরূদ লেখে, যত দিন সেই লেখায় রাসূলুল্লাহর পবিত্র নাম থাকবে, তত দিন ফেরেশতারা সকাল ও সন্ধ্যায় সেই ব্যক্তির জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকবে।"[২]

একটু ভেবে দেখুন! আপনি একবার লিখলেন "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম"। সেই কাগজ বা কিতাব যত দিন থাকবে, তত দিন ফেরেশতারা সকাল-সন্ধ্যা আপনার জন্য দোয়া করতে থাকবেন। আপনি ঘুমিয়ে আছেন, কাজে ব্যস্ত আছেন, কিন্তু আপনার জন্য দোয়া চলছেই। এটাই হলো লিখিত দরূদের অসাধারণ রহমত।

---

১. তাবারানি, মুজামুল কাবীর: ৫/১১১১

২. তাবারানি, মুজামুল আওসাত: ১৮৫৬